আমাদের লড়াই অসমতার বিরুদ্ধে

বিশ্ব অর্থনীতি ফোরামের ৫৪তম সম্মেলনের প্রাক্কালে আমাদের অবস্থান

ধনীকে করের আওতায় আনুন
দরিদ্রকে করমুক্ত করে বাঁচার সুযোগ দিন
Tax the Rich, NOT the poor

ভূমিকা

পৃথিবীতে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে। গত দশ বছরে সারা পৃথিবীতে বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা যখন দ্বিগুণ হয়েছে, তখন পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা গড়ে দৈনিক ৫ ডলারের কম আয় দিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছে। দৈনিক ৫ ডলার আয় দিয়ে হয়ত একটা পরিবার কোনোমতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষা, চিকিৎসা, একটু ভালোভাবে বাঁচা, বিনোদন ইত্যাদি মৌলিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হতে থাকে। যতই তারা বঞ্চিত হতে থাকে, ততই তাদের দারিদ্র বিমোচনের সুযোগ কমতে থাকে, এবং ততই তারা আরো বঞ্চিত হতে থাকে। এভাবে তারা ক্রমাগত নিম্নগামী অবস্থায় পতিত হয়।

একটা ধারণা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। বলা হয়ে থাকে, ধনীরা তাদের মেধা আর দক্ষতা দিয়ে ধনী হয়েছে। তাদের দোষ দেয়া যায় না। অন্যদিকে দরিদ্ররা তাদের অদক্ষতা, চেষ্টা ও উদ্যোগের অভাব ইত্যাদি কারণে নিজেদের উন্নতি করতে পারছে না। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা প্রমাণিত, ধনীদের ধনী হবার প্রক্রিয়ার কারণেই দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় নীতি (যেমন করনীতি) ধনীদের পক্ষাবলম্বন করে থাকে। কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরা ধনীদেরই প্রতিনিধি।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ও অসমতা

২০০১ সালে জাতিসংঘ পৃথিবী থেকে দারিদ্র হ্রাস করার লক্ষ্যে ২০১৫ সাল মেয়াদে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে ২০৩০ সালের মেয়াদে নির্ধারণ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে নানাবিধ কর্মকাণ্ড গ্রহন করা হয়, অনেক টাকাও বরাদ্দ করা হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দরিদ্র দেশ বেশ কিছু সূচকে ভালো সাফল্যও অর্জন করে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের নীতি ও চর্চার কারণেই সে লক্ষ্য অর্জন আজ সুদুর পরাহত। কারণ, দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে অসমতা বাড়ছে। অসমতা বৃদ্ধির লাগাম টানতে না পারলে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়। জন্মলগ্ন থেকে হিসাব করলে, বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বেশি অসমতা বিরাজ করছে।

উচ্চ বৈষম্যের দেশ হতে চলেছে বাংলাদেশ

দারিদ্র পরিমাপের চেয়েও এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো বৈষম্য পরিমাপ। একটি দেশে আয় বৈষম্য পরিমাপের একটা স্বীকৃত মানদণ্ড হচ্ছে গিনি সহগ (Gini Coefficient)। গিনি সহগ কম থাকা মানে সে দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য কম। এই সহগের মান শূন্য থেকে একের মধ্যে গণনা করা হয়। সহগের মান শূন্য মানে সেখানে কোনো বৈষম্য নেই, সকল মানুষের আয় সমান। আর সহগের মান এক মানে, একজনই সকল আয় করেন, বাকিদের কেউ কোনো আয় করে না। অর্থাৎ, সেখানে চরম বৈষম্য বিরাজ করছে। গিনি সহগের মান দশমিক ৫০০ পেরোলেই একটি দেশকে উচ্চ বৈষম্যের দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আয়বৈষম্যের চিত্র

১৯৭৩-৭৪ সালে দেশের আয় যদি ১০০ টাকা হয়, তখন সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশের হাতে ছিল ২৮.৪ টাকা। ২০২২ সালে তা বেড়ে ৪০.৯২ টাকা।

সূত্র : বিবিএস

দেশের আয়ে ধনী-গরিবের অংশ

ধনী-গরিব	১৯৭৩-৭৪	২০২২
সবচেয়ে ধনী ১০%	২৮.৪	৪০.৯২
পরের ১০%	১৬.০	১৪.৬২
পরের ১০%	১২.৮	১০.৪৯
পরের ১০%	১০.০	৮.৩৬
পরের ১০%	৮.০	৬.৯২
পরের ১০%	৭.১	৫.৮১
পরের ১০%	৫.৯	৪.৮২
পরের ১০%	৫.৪	৩.৮৮
পরের ১০%	৪.২	২.৮৬
সবচেয়ে গরিব ১০%	২.৮	১.৩১

গিনি সহগে বৈষম্য*

সাল	গিনি সহগ
১৯৭৩-৭৪	দশমিক ৩৬
১৯৮৮-৮৯	দশমিক ৩৭
২০১০	দশমিক ৪৫৮
২০২২	দশমিক ৪৯৯

• গিনি সহগ দশমিক ৫০০ পেরোলেই উচ্চ বৈষম্যের দেশ বিবেচিত হয়।

*গিনি সহগ সূচক দিয়ে বৈষম্য পরিস্থিতি দেখা হয়।

১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের গিনি সহগ ছিল মাত্র দশমিক ৩৬। ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে কিছুটা বেড়ে দাঁড়ায় দশমিক ৩৭। এর মানে হল, ওই সময়ে দেশে দারিদ্র্য বেশি থাকলেও আয়বৈষম্য ছিল তুলনামূলকভাবে সহনীয় এবং পরবর্তী দেড় যুগে (১৯৭৩-১৯৮৯) তা খুব বেশি বাড়েনি। অথচ, গত ১২ বছরে এ বৈষম্য বেড়েছে সবচেয়ে দ্রুত হারে। ২০১০ সালে গিনি সহগ সূচক ছিল দশমিক ৪৫৮। ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় দশমিক ৪৮৩। সর্বশেষ ২০২২ সালে তা আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশমিক ৪৯৯। অর্থাৎ, বাংলাদেশ এখন উচ্চ বৈষম্যের দেশ হতে যাচ্ছে।

উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ২০২২ সালের হিসেবে, বাংলাদেশের সবচেয়ে ধনী ১০% মানুষের হাতে রয়েছে দেশের মোট আয়ের প্রায় ৪১%। যেখানে, সবচেয়ে গরিব ১০% মানুষের হাতে রয়েছে মাত্র ১.৩২%। ১৯৭৩ সালের তুলনায় সবচেয়ে ধনীর আয় অনেক বেড়েছে, কিন্তু বাকি সব স্তরের আয় হ্রাস পেয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সবচেয়ে ধনী ১০% মানুষ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আরো ধনী হচ্ছে, এবং তাদের এই অস্বাভাবিক গতিতে ধনী হবার প্রক্রিয়া সমাজের অন্য অংশের দারিদ্র বৃদ্ধি করছে। ফলে, আয়ের বৈষম্য শুধু বাড়ছেই না, তা তীব্রতর হচ্ছে। এ তথ্য বিশ্লেষণ করে হিসাব করে দেখা গেছে, দেশের সবচেয়ে ধনী ৮৫ লক্ষ মানুষের আয় জাতীয় আয়ের ৩০%, অন্যদিকে দরিদ্রতম সাড়ে ৮ কোটি মানুষের মোট আয় জাতীয় আয়ের ১৯%। অর্থাৎ, মাত্র ৮৫ লক্ষ ধনী মানুষের আয় সাড়ে আট কোটি গরিব মানুষের আয়ের দেড় গুণেরও বেশি।

কর ব্যবস্থা ও অসমতা

কর প্রধানত দুই ধরনের। প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ কর হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরাসরি তার উপর আরোপিত কর কর্তৃপক্ষকে প্রদান করে। প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ হচ্ছে আয়কর, ভূমি বা সম্পদের উপর ধার্যকৃত কর ইত্যাদি। যিনি আয় করছেন, একটা নির্দিষ্ট সীমার পর থেকে

আয়ের উপর শতকরা হারে তিনি নিজেই কর প্রদান করছেন। অন্যদিকে, পরোক্ষ কর হচ্ছে যখন একজনের উপর ধার্যকৃত কর অন্যজনকে প্রদান করতে হচ্ছে। যেমন, ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর। যেকোনো উৎপাদিত পণ্য বা সেবার উপর ট্যাক্স নির্ধারণ করা মানে, সেই পণ্যের বিক্রেতার উপর করটি ধার্য করা হয়। কিন্তু বিক্রেতা সেই করটি পণ্যের মূল্যের সঙ্গে সংযোজন করে দেয়। তখন, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সেই পণ্যের সকল ক্রেতার উপরই সেই কর অন্যায্যভাবে আরোপিত হয়।

২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের পরোক্ষ করের হার ছিল ৬৭%, শেষপর্যন্ত তা সাধারণ মানুষের উপরই আরোপিত হয়েছে। বাংলাদেশের জিডিপির অনুপাতে করের শতকরা হার দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন, যা এখন ৮%। ফলে, সরকারের উপর কর আদায় বৃদ্ধির একটি চাপ রয়েছে। গতবছর আয়কর প্রদান করার জন্য নিজ উদ্যোগে ফাইল করেছেন, এমন মানুষের হার ২%-এরও কম। এ কারণে, সরকার আয় বাড়াতে পরোক্ষ করের ব্যাপারে বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকে।

সমতা ও ন্যায্যতার জন্য কর

সরকার কর ও রাজস্ব আদায় করে মূলত রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সহায়তা করার জন্য। ধনী মানুষ বা করপোরেট সমাজ তাদের বাণিজ্যের মাধ্যমে মুনাফা করে থাকে। সেখান থেকে একটা অংশ তারা কর বা রাজস্ব হিসেবে সরকারকে দিয়ে থাকে। এই কর ও রাজস্ব সরকারের আয়ের উৎস। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তার আয় থেকেই শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা করে থাকে। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ এই সহায়তা পেয়ে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। এভাবেই একটি রাষ্ট্র সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে। যদিও অনেক রাষ্ট্রে দেখা যায়, ধনী ও করপোরেট সমাজ কর ফাঁকি দেয় এবং নিম্ন আয়ের মানুষ বা দরিদ্ররা ভ্যাট বা অন্যান্য রাজস্ব হিসেবে পরোক্ষ কর প্রদান করতে বাধ্য হয়। এতে করে সমাজে বৈষম্য তীব্রতর হয়।

অসম এবং মুনাফাকেন্দ্রিক বাণিজ্য নীতি কিভাবে নিবর্তনমূলক কর ব্যবস্থা বজায় রাখতে চায়?

মুক্তবাজার অর্থনীতির মূলকথা হচ্ছে, বাণিজ্য হবে বাধাহীন। আর পুঁজির ধর্ম হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করা। মুনাফা বৃদ্ধির জন্য পুঁজি সকল ধরনের নৈতিক ও অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে। কর ও রাজস্বকে মুনাফার পথে বড় বাধা বিবেচনা করা হয়। এজন্য তারা কর ফাঁকি দেবার নানারকম কৌশল অবলম্বন করে। আমদানি-রপ্তানির সময় আন্ডার বা ওভার ইনভয়েসিং বা আর্থিক লেনদেনের মিথ্যা দলিল, বিদেশে মুনাফা বা পুঁজি পাঠিয়ে দেয়া, হিসাবের খাতায় লোকসান দেখানো ইত্যাদি।

এসবের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক প্রভাব হচ্ছে, (১) সরকার তার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়, ফলে আয় বাড়ানোর জন্য পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে; (২) দরিদ্র মানুষের ব্যয় বেড়ে যায় এবং তারা সরকার থেকে আর সহযোগিতা পায় না; (৩) বাজারে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়; (৪) পুঁজি ও মুনাফা বিদেশে পাচার হয়, ফলে দেশে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়।

ধনীরা কেন কর দেবেন, দরিদ্ররা নয়?

ধনী ব্যক্তি ও করপোরেট সমাজ কী কী কারণে কর দেবেন তা হচ্ছে- (১) ধনীরা তাদের বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য রাষ্ট্রের অনেক সুবিধা গ্রহন করে থাকেন। সেসব সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্যই তাদের নিয়মিত কর ও রাজস্ব প্রদান করা উচিত। (২) পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনের প্রক্রিয়ার কারণেই সমাজের অন্য অংশে দারিদ্র বৃদ্ধি পায়। কাজেই সেসব দরিদ্র মানুষের প্রতি তাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব বর্তে যায়। সরকারকে কর দেবার মাধ্যমেই তারা সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। (৩) বিদেশে মুনাফা বা পুঁজি পাচারের মাধ্যমে দেশে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। যেকোনো অর্থনৈতিক সংকট আবার কিছু মানুষকে অতিমাত্রায় ধনী হবার পথ করে দেয়। এ প্রক্রিয়া অন্তহীন। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় সমাজের দরিদ্র, নারী, আদিবাসীসহ সুবিধাবঞ্চিত মানুষ বর্ণনাতীত সংকটে পতিত হয়। একটা গণমুখী ও সুষ্ঠু করব্যবস্থাই একটা রাষ্ট্রে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসব সংকট থেকে সুরক্ষা দিতে পারে।

বিশ্ব অর্থনীতি ফোরাম

বিশ্ব অর্থনীতি ফোরাম বা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক করপোরেশনসমূহের একটি ফোরাম, যারা বিশ্বে বাণিজ্যকে বাধামুক্ত করতে প্রতি বছর একটা বৈশ্বিক সম্মেলন আয়োজন করে থাকে। তারা অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারসমূহকে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে থাকে। তবে, তারা সমতা ও ন্যায্যতার কথা বলে না। চলতি মাসেই সুইজারল্যান্ডের ডাভোস শহরে তাদের ৫৪তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

ফাইট ইনইকুয়ালিটি এলায়েন্স

এটি সারা পৃথিবীর সচেতন নাগরিক সমাজের একটি জোট, যারা বিশ্ব অর্থনীতি ফোরামসহ এ ধরনের নানা বৈশ্বিক সম্মেলনের প্রাক্কালে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরে। এবার বিশ্ব অর্থনীতি ফোরামের প্রাক্কালে তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, ধনীদের করের আওতায় আনুন এবং দরিদ্র মানুষের উপর কর আরোপ করা থেকে বিরত থাকুন। শুধুমাত্র তাহলেই পৃথিবীতে সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা পাবে।

আমাদের সুপারিশ

আমরা বিভিন্ন সময়ে দেখেছি, বাংলাদেশের কর ব্যবস্থায় বেশকিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে। যেমন, গাড়িসহ নানা বিলাসী পণ্যের উপর উচ্চহারের কর আরোপ। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। একই সাথে নেতিবাচক দিকও রয়েছে, যেমন, ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন করের বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চেপে বসেছে। যার কারণে, বাংলাদেশে গত কয়েক দশক ধরে দেখা যাচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান ও বৈষম্য বাড়ছে।

একটি সমতা ও ন্যায্যতাভিত্তিক দেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা নিম্নোক্ত সুপারিশ করছি।

১. কর ও রাজস্ব প্রদান কেবলমাত্র ধনী মানুষের দায়। কর ফাঁকি রোধ করাসহ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুষম ও ন্যায্যতাভিত্তিক কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
২. সকল ধরনের পরোক্ষ কর পর্যায়ক্রমে হ্রাস করার মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উপর থেকে করের বোঝা লাঘব করা।
৩. ভ্যাট ও অন্যান্য যেসব রাজস্ব পরোক্ষ করের সুযোগ সৃষ্টি করে, সেগুলো সংস্কার করা এবং এমন ব্যবস্থা করা যাতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও করপোরেশনগুলো সেসব কর ক্রেতা বা ভোক্তার উপর চাপিয়ে দেবার সুযোগ না পায়।
৪. পুঁজি ও মুনাফা বিদেশে পাচার রোধে গবেষণা ও অনুসন্ধানসহ অন্যান্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা।
৫. বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হচ্ছে। কিন্তু, বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের কী কী ধরনের সহায়তা দরকার হয়। সেজন্য, আসন্ন বিশ্ব

অর্থনীতি ফোরাম ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বাংলাদেশ যেন সমতা ও ন্যায্যতাভিত্তিক অবস্থান গ্রহন করে, এটাই আমাদের কাম্য। অতীতে বহুবার বাংলাদেশের সরকারি প্রতিনিধি দল গণমুখী অবস্থান গ্রহনের কারণে প্রশংসিত হয়েছে।

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি [প্রযত্নে কোস্ট ফাউন্ডেশন], মেট্রো মেলোডি, বাড়ী-১৩, রোড-০২ শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন +৮৮০২ ২২৩৩১৪৭২৯, ই মেইল: info@equitybd. net, ওয়েব: www.equitybd.net